**CINEMA**
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

**SPORTS**
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

# বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

## জ্যাকুলিন

# লিপলকের মজা বুঝতাম, তবে খারাপ লেগেছিল

যৌন নির্যাতনের ঘটনা নিজেদের মুখে অকপটে স্বীকার করছেন হলি, বলি কিংবা টলির অভিনেত্রীরা। দক্ষিণী অভিনেত্রীরাও এর থেকে কম যান না। সম্প্রতি ভারালক্ষ্মী নামে এক দক্ষিণী নায়িকা ইন্ডাস্ট্রিতে এই যৌন হেনস্তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। এবার এই দলে নাম লেখালেন জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজও। তিনিও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন উঠতি বয়সে একটি ঘটনার স্বীকারোক্তি করে। তিনি বললেন, তখন তাঁর বয়সটাও সত্যিই খুব কম। একেবারে উঠতি। সদ্য যৌবনে পা রেখেছেন তিনি। তবে যৌবনের শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন নিয়ে খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না তাঁর। বয়স যখন ১৪, তখন তাঁরই এক বন্ধু জোর করে তাঁকে লিপলকে বাধ্য করেন।

এছাড়াও জানান, তিনি নাকি অনেক চেষ্টা করেছিলেন সেই ছেলেটিকে তাঁর থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে। কিন্তু এই কাজে তিনি ব্যর্থ হন। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পরেও বেশ কয়েকবার আরও কিছু ছেলে-বন্ধু তাঁকে নাকি জোর করে লিপলকে বাধ্য করেছিলেন। এমনটাই জানালেন অভিনেত্রী। তিনি এও বললেন, ‘এমনটা নয় যে আমি লিপলকের মজা বুঝতাম না। তবে আমার খুব খারাপ লেগেছিল সেই সময়। কারণ, আমি তখন খুব সরল সাদাসিধে ছিলাম। আর শুধু কি তাই, পশুর মতো আচরণ করেছে যারা, তাদের তখনও বন্ধুর মতো মানতাম।’ আর এই স্মৃতিগুলো এখনও তাঁকে মাঝেমধ্যে তাড়া করে বেড়ায়। কখনও-সখনও আবার রাতের ঘুমও কেড়ে নেয় এই ঘটনাগুলো বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

# মাঠের বাইরে কী খেলাটাই না শুরু করেছেন ভিক্টোরিয়া

বর্তমানে আমাদের এমনই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে, ফুটবলের সঙ্গে বিনোদন না থাকলে ঠিক জমে না। তাই যে কোনও ফুটবল টুর্নামেন্টে মেশানো হচ্ছে বিনোদন। আসলে দর্শকরা মাঠে এলে, তাঁরা যেন কোনওভাবেই বোর ফিল না করেন, সেজন্য তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য ম্যাচের পাশাপাশি বিনোদনও যোগ করা হয়। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হোক কিংবা ম্যাচ– সবেতেই বিনোদন মাস্ট।

২০১৮ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসছে রাশিয়াতে। মাত্র আর এক বছর বাকি। সেজন্য প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছে না আয়োজক দেশ রাশিয়া। রাশিয়া বিশ্বকাপ বিশ্বের দরবারে সেরা বিশ্বকাপ হবে! এমনই চায় তারা।

চমক দিতে ইতিমধ্যেই ফিফা টুর্নামেন্টের অ্যাম্বাসাডর হিসাবে বেছে নিয়েছে ২০০৩-এর মিস রাশিয়া ভিক্টোরিয়া লোপিরেভাকে। তিনি রাশিয়ার একাধিক বিউটি কনটেস্ট জিতেছেন এমন নয়, মিস রাশিয়ার ডিরেক্টরও ছিলেন। এমনকী, রাশিয়াতেও বেশ বিখ্যাত এই মডেল। লোপিরেভাকে ফিফা নতুন ভূমিকায় নিয়ে আসার পরই ঘটে গিয়েছে এক কাণ্ড। এর ফলে লোপিরেভার ফ্যানের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ১০ লক্ষ ফ্যান। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার হলে হাজার হাজার লাইক হচ্ছে এখন। সম্প্রতি বেশ কিছু ইনস্টাগ্রামে হট ছবি ছেড়েছেন বাজারে। বিশ্বকাপের আগে ইনস্টাগ্রামেই এখন খেলছেন তিনি। আর ফ্যানেরাও হাঁ করে বসে থাকেন ভিক্টোরিয়ার লাস্যময়ী ছবি দেখার জন্য।

# এবার বড়পর্দায় আসছেন সৌরভ

এর আগে অনেকেই ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবার বড়পর্দায় এবার মুখ্য ভূমিকায় আসতে চলেছেন টেলি তারকা সৌরভ চক্রবর্তী। হরনাথ চক্রবর্তীর 'এপার ওপার' নামের ছবিতে মূল চরিত্রে দেখা যাবে সৌরভকে। টেলিভিশনে সবাই চেনেন সৌরভ চক্রবর্তীকে। ২০১১-য় 'সবিনয় নিবেদন' ধারাবাহিক দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেন। তারপর এক এক করে 'বধূ কোন আলো লাগল চোখে', 'আজ আড়ি কাল ভাব' এবং 'মেম বউ'-এর পর সৌরভ চক্রবর্তী এখন বাংলা টেলিভিশনের বেশ নামকরা অভিনেতা।

ছবির নাম 'এপার ওপার'। গল্পের প্রেক্ষাপট পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের ছিটমহল ইস্যু। মূলত প্রেমের গল্প। গল্পে সৌরভের চরিত্র একজন মুক্তিযোদ্ধার। বিপরীতে রয়েছেন বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ইমরোজ তিসা। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী ইরফান খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশি ছবি 'ডুব'-এ। এখনও ছবির শুটিং শুরু হয়নি। শোনা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে শুরু হবে শুটিং। শুরুর দিকের শুটিং হবে কোচবিহারের ছিটমহলে। এপ্রিল মাস থেকে কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকার শুটিং হওয়ার কথা। একদিকে বাংলাদেশি অভিনেত্রী তিশা, অন্যদিকে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী এই দুটোই কি সৌরভকে টেনে এনেছে এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য?

# বাংলাদেশে ছবিতে কাজ করবেন প্রিয়াংকা

'চিরদিনই তুমি যে আমার'— এই ছবিটার নাম করতেই যে দুজনকে মনে পরে তাঁরা হলেন রাহুল ও প্রিয়াংকা। রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফেও তাঁরা স্বামী স্ত্রী। ওই সিনেমার পর একসঙ্গে তাঁরা বড়পর্দায় অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু সিনেমা হিট করেনি। ছোটপর্দায় তাঁরা কাজ করছেন। বড় পর্দায় প্রিয়াংকাকে খুব একটা বেশি নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়নি। তবে এবার প্রিয়াংকাকে দেখা যাবে বাংলাদেশের ছবিতে।

বাংলাদেশি যে ছবিতে এবার দেখা যাবে প্রিয়াংকা সরকারকে, তার নাম 'হৃদয় জুড়ে'। ছবিতে তাঁর বিপরীতে থাকবেন নীরব। ভারতে অভিনয়ের জন্য ইতিমধ্যেই প্রশংসিত প্রিয়াংকা। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবি দিয়ে টলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। 'রাজকাহিনী'তে তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা কুড়োয়। এই প্রথম বাংলাদেশি ছবিতে কাজ করতে চলেছেন তিনি। এর আগে কয়েক বার কথা হলেও শিকে ছেঁড়েনি। এবার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়ে যাওয়া আর দ্বিমত করেননি নায়িকা। তবে প্রিয়াংকার সঙ্গে রজতাভ দত্তকেও এই ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন রফিক শিকদার।

# এবার কবিরের সঙ্গে জুটি ঋত্বিকের

অভিনেতা ঋত্বিক রোশনের জন্য ২০১৭ সালটি বেশ ভালো মতোই শুরু হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম মাসে 'কাবিল' ছবির মাধ্যমে বাজিমাত করেছিলেন ঋত্বিক। আর এবার ফের চমক দিলেন তিনি। জানা গেছে, এবার তিনি জুটি বাঁধছেন খ্যাতনামা পরিচালক কবির খানের সঙ্গে। বি-টাউন সূত্রে খবর, সলমন খানের 'টিউবলাইট' ছবির কাজ শেষ করে নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন কবির খান। আর এই ছবিতেই তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন বলিউড তারকা হৃতিক রোশন।

বলিউড সূত্রে খবর, কবির খানের আগামী ছবিটি রোম্যান্টিক-অ্যাকশন। আর এই ছবিটি প্রযোজনা করতে চলেছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। জানা গেছে, এই সিনেমা নাকি বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা হতে চলেছে। যদিও এই সিনেমায় ঋত্বিকের বিপরীতে কোন অভিনেত্রী থাকবেন, তা নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতের বাইরে এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে সলমনের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'বজরঙ্গি ভাইজান' এবং 'এক থা টাইগার' সিনেমা তৈরি করেছেন কবির। এই দুটিই রীতিমতো বক্সঅফিস কাঁপিয়ে হিট। আর তার পরে ফের সলমন খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'টিউবলাইট' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি। বলিপাড়ার মতে, আগের দুটি ছবির মতো এই ছবিটিও কামাল দেখাবে বক্সঅফিসে। এ-বছর ইদে এই ছবিটি মুক্তি পাবে।

# আবার এক ফ্রেমে আসতে চলেছেন শাহরুখ-আমির

দিন কয়েক আগে একটি অনুষ্ঠানে সেলফি তুলে দীর্ঘদিন পর এক ফ্রেমে ধরা পড়েছিলেন 'বলিউড বাদশা' শাহরুখ খান ও 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান। শোনা যাচ্ছে, আবারও এই দুই তারকা একই ফ্রেমে আসছেন পর্দায়। না, কোনও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সূত্রে নয়। তাঁরা আসছেন ছোটপর্দায়। টিভি চ্যানেল স্টার প্লাসের প্রচারমূলক একটি অনুষ্ঠানে দেখা যাবে বলিউডের এই দুই কিংবদন্তি অভিনেতাকে। সূত্রের খবর, নিজেদের চ্যানেলের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানোর জন্য এমনই চমকদার পদক্ষেপ নিতে চলেছে স্টার প্লাস।

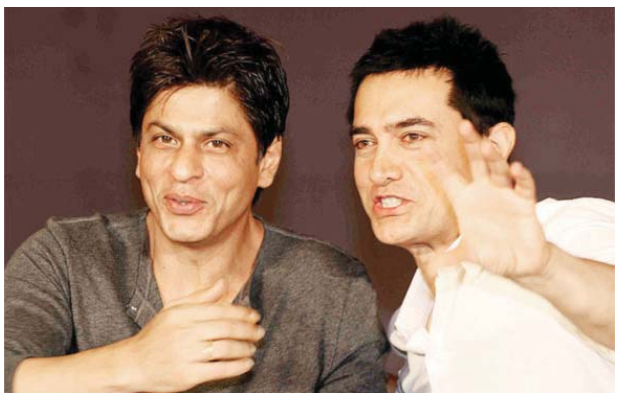



চ্যানেলের প্রচারের কাজে দুই তারকাকে একসঙ্গে এক ফ্রেমে নিয়ে আসার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। চ্যানেল সূত্রে খবর, এই পরিকল্পনা সফল হলে অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন যেমন হবে, তেমনই বাড়বে চ্যানেলের ভাবমূর্তিও। সম্প্রতি আমির খান টিভি চ্যানেল 'স্টার প্লাস'-এর হয়ে প্রচারের কাজ শেষ করেছেন। আর শাহরুখ খান এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানটি বিশ্বের অন্যান্য চ্যানেলে 'টিএডি টক শো' নামে পরিচিত। তবে ভারতের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই অনুষ্ঠানের পুরো নাম হবে 'টিএডি টক শো: নয়ি সোচ'। কিছুদিন আগে থেকেই এই চ্যানেলে অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন দেখিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। আমির খানকে এই বিজ্ঞাপনে দুই কন্যার পিতা এক সর্দারের ভূমিকায় দেখা গেছে। দিন কয়েক পর অনুষ্ঠান আকারে আসছে প্রচারটি। আর সেই অনুষ্ঠানটিই সঞ্চালনা করবেন শাহরুখ খান।

## CINEক্যুইজ

'যুগশঙ্খ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com




উপরের ছবিটি এমন একজন বলিউডি অভিনেতার, যিনি একাধারে পরিচালক, গায়ক ও অভিনেতা ছিলেন। 'পিয়াসা' তাঁর অন্যতম একটি সুপারহিট ছবি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় গায়িকা গীতা দত্তের স্বামী। **কে এই অভিনেতা জবাব দিন আগামী ১ মে-র মধ্যে।**

**সিনে কুইজ, জাস্ট বিনোদন**

**যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭**

## টিভিতে বাংলা সিরিয়াল



**স্টার জলসা**

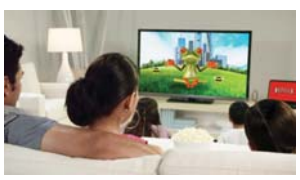

১৭.৩০ ইচ্ছেনদী
১৮.০০ দেবীপক্ষ
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ পুন্যি পুকুর
২২.০০ রাখী বন্ধন

**জি বাংলা**

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী
২২.০০ সারেগামাপা

TEAM Just বিনোদন

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সুদীপ্ত বিশ্বাস | সুদীপ্ত চৌধুরী
দিব্যেন্দু চক্রবর্তী | সৌম্য নিয়োগী
রাহুল চক্রবর্তী | দোয়েল দত্ত

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

# মেয়েকে নিয়ে অভিষেক-ঐশ্বর্যের তুমুল অশান্তি

শুধু রুপোলি পর্দাতেই নয়, বাস্তব জীবনেও অন্যতম সেরা তারকা দম্পতি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন। আর তাঁদের সংসার আলো করে রয়েছে অ্যাশ-অভিষেকের একমাত্র কন্যা আরাধ্যা। কিন্তু সেই খুদে কন্যাই যদি হয় দম্পতির মধ্যে বিরোধের কারণ? পড়ে চমকে উঠলেন? আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাই সত্যি। এবার নাকি একমাত্র কন্যাকে ঘিরে দাম্পত্য অশান্তি চলছে ঐশ্বর্য এবং অভিষেকের মধ্যে। বচ্চন পরিবারের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, ঐশ্বর্যের স্বামী অভিষেক বচ্চন চাইছেন, শিশুশিল্পী হিসাবে বলিউডে অভিনয় শুরু করুক আরাধ্যা। কিন্তু তাতে রাজি নন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। ঐশ্বর্য চান, এখন ক্যামেরা থেকে দূরেই থাকুক আরাধ্যা। কিন্তু অভিষেকের ইচ্ছে অন্য। তিনি চান, এখন থেকেই শিশুশিল্পী হিসাবে কাজ শুরু করুক মেয়ে, যাতে সঠিক সময়ে সে বলিউডের একজন তুখোড় নায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মেয়েকে কিছুতেই ক্যামেরার সামনে আনতে চাইছেন না মা ঐশ্বর্য।

আর এতেই বেজায় চটেছেন অভিষেক বচ্চন। এমনকী এই ইস্যুতে ঐশ্বর্য এবং অভিষেকের মধ্যে প্রবল ঝামেলাও চলছে। বি-টাউনের নানা প্রান্তে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এমনটাই জল্পনা। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নন বচ্চন পরিবারের কোনও সদস্যই। অবশ্য নিজের পরিবারের কোনও বিষয় নিয়েই প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে আলোচনা করতে চান না বিগ বি অথবা তাঁর পরিবারের অন্যরা। কিন্তু এমন খবর তো আর চাপা দেওয়ার নয়। তাই পরিবারের ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে বাইরে এসেছে এই বিরোধের খবর। আর তা নিয়ে বলিউডে আরও একবার গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

# ১০ হাজার টাকা ধার চাইলেন কোটিপতি বনি

মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য এক সাংবাদিকের কাছে হাত পাতলেন টিনসেল টাউনের কোটিপতি বনি কাপুর। নিয়তির এ কী পরিহাস? কোটি টাকার মালিক আজ রাস্তার ভিখারি। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর যেন বনি কাপুরের ট্যুইটার অ্যাকাউন্টটি দিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বনির ট্যুইটার অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। ২০১৬ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর স্ত্রী শ্রীদেবীর একটি ট্যুইট রি-ট্যুইট করেন তিনি। সেখানে নিজের পরবর্তী ছবি 'পুলি'র জন্য শ্রীদেবীর মেকওভার নিয়ে ছিল যাবতীয় তথ্য। তারপরে আর সেখান থেকে কোনও পোস্ট করা হয়নি। কিন্তু দিন কয়েক আগে আবার এই অ্যাকাউন্টটি ব্যবহৃত হয়। তাও আবার একজন সাংবাদিকের ইনবক্সে আসে বনি কাপুরের থেকে একটি ম্যাসেজ। যা পড়ে এক্কেবারে চমকে যান সাংবাদিক। কিন্তু এমন কী লিখলেন বনি? তিনি ওই ম্যাসেজে বলেন, আমায় কিছু টাকা দিতে পারো? হতবাক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন ঠিক কত টাকা বনির দরকার। বনি সেই উত্তরে বলেন, ১০ হাজার টাকা আমার পেটিএম অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দাও। কী জন্য এই টাকা চাইছেন বনি তা প্রশ্ন করতেই বনি উত্তরে জানান, লক্ষ্ণৌতে একটি শোয়ের কথা বলছে। আর তার জন্যই টাকার দরকার। এই বলে একটি মোবাইল নম্বর দেন তিনি। তবে সাংবাদিক যখন সেই নম্বরে ফোন করেন তখন অন্যপ্রান্তের থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। আর এই ঘটনার পরই ছড়িয়ে পড়ে গুজব। নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন বনি কাপুর। মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য হাত পাতছেন। তবে এই বিষয়ে আসল রহস্য ফাঁস করলেন স্বয়ং বনি। তিনি জানান, পুরোটাই হ্যাকারদের কাজ। তাঁর ট্যুইটারটি হ্যাক করে ওই ম্যাসেজ পাঠানো হয়। তিনি কিছুই জানেন না। তবে এ-বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

# সুচিত্রার প্রতিশোধ

হঠাৎই কিছু ছবি নজরে আসে সুচিত্রা কার্তিক কুমারের ট্যুইটারে। আর ছবিরগুলোর ক্যাপশনে লেখা আছে, তোমরা আমার পিছনে লাগতে চেয়েছিলে না। এবার দেখো ধনুসের ভক্তের দল তোমাদের গুরুর কাণ্ড-কারখানা। আর এগুলো দেখে তোমরা কী বলবে? তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই পরিচিত নাম হল ধনুস। দক্ষিণী সুপারস্টার ধনুশ কিন্তু আদতে দক্ষিণী মেগাস্টার রজনীকান্তের জামাই বাবাজীবন। রজনীকান্তের মেয়েকে বিয়ে করেছেন বহুদিন আগে। বেশ কয়েকবছর আগে 'কোলাবরি কোলাবরি' গেয়ে জনপ্রিয়তার আঁচ তাঁর আগে লাগে। তারপর থেকে শুধু দক্ষিণী নয় বি-টাউনেও নিজের জায়গা একপ্রকারে পাকা করে নেন তিনি। কিন্তু এবার তাঁর ইমেজে লাগতে চলেছে দাগ। সম্প্রতি, ধনুস এবং তাঁর বান্ধবী তৃষা কৃষ্ণননের কিছু অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ পেল সোশ্যাল

সাইটে। শুধু তাই নয়, ধনুসের খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড মিউজিক কম্পোজার অনিরুদ্ধ। তাঁকেও বাদ দেননি সুচিত্রা। অনিরুদ্ধকে বুকে জড়িয়ে আছে অভিনেত্রী আন্দ্রেয়া, সেই ছবিও পোস্ট করে দিলেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে। এর সঙ্গে তামিল টেলিভিশনের নামি দামি সঞ্চালক দিব্যাদর্শিনী তাঁর পুরুষ সঙ্গীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তকেও পাবলিক করে দিলেন তিনি। দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের খবর, বেশ কয়েকদিন ধরে নিজের পেশাগত জীবন নিয়ে অখুশি ছিল সুচিত্রা। তাছাড়া বেশ কিছুদিন আগে ধনুশের ফ্যানের হাতে হেনস্থা হতে হয় তাঁকে। তারপরই তিনি সোশ্যাল সাইটের মারফৎ ধনুসের ফ্যানেদের একপ্রকারে হুমকি দেন তিনি যে তাঁদের গুরুর সমস্ত কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবেন তিনি। আর তার পরপরেই এই ছবিগুলি আপলোডেড হয় তাঁর অ্যাকাউন্টে। তবে সুচিত্রার দাবি তাঁর অ্যাকাউন্ট নাকি হ্যাক করা হয়েছে।

# যৌনতা নিয়ে কপিলকেও ছাড়লেন না করন

কপিল শর্মার সঙ্গে করন জোহরের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। তাঁকে নিয়ে কপিলের কমেডি মোটেই ভালো লাগেনি করনের। কিন্তু, সেই রাগ এবার কমেছে। এতদিন পর তাই করন জোহরের সঙ্গে বসে চুটিয়ে আড্ডা মেরেছেন কপিল। আর সেই আড্ডা দেখেও ফেলেছেন 'কফি উইথ করন' শোয়ে। তবে ঠিক কী এমন হয়েছিল যে দুজনের সম্পর্কে অবনতি হল? কেনই-বা করন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কপিলের সঙ্গে আড্ডার এপিসোড দেখাবেনই না?

অন্দরমহলের খবর, করন নিজের শোয়ে কপিলকে উদ্ভট কিছু প্রশ্ন করে বসেন। এমন সব প্রশ্ন করে বসেছিলেন, যার জবাব দেওয়া ঠিক হবে বলে মনে করেননি কপিল। জনপ্রিয় শোয়ে কপিলকে যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন করন। সেই প্রশ্নের জবাব না-দেওয়ায় শোয়ের তাল কেটে যায়। সেই কারণেই করন স্থির করেছিলেন, শো-টাই আর দেখাবেন না। পরে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। স্থির করেন শো দেখাবেন। কারণ কপিল শর্মা নিজেও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেই কারণেই সম্পাদিত সংস্করণ হয়তো দেখানো হবে টিভিতে।

নিন্দুকদের তো খেয়েদেয়ে আর কিছু কাজ নেই। ইতিমধ্যেই অন্য কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, করন ও কপিলের সম্পর্কের ছন্দ নষ্ট হয় একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানে কপিল ও করন সঞ্চালক হিসাবে মঞ্চ আলো করেছিলেন। সেই সময়েই কপিল সহ-সঞ্চালক হিসাবে শাহরুখ খানকে মঞ্চে ডেকে নেন। সঙ্গী করনকে বিশ্রী ভাবে মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে বলেন কপিল, 'তুমি আমার সহকারী। তুমি চলে যেতে পারো।' অনেকেই বলছেন, এরপর থেকেই কপিলের সঙ্গে করন জোহরের সম্পর্কে ভাটা পড়ে।

# প্রাক্তন স্বামীকে নিয়ে মুখ খুললেন জেনিফার লোপেজ

সংগীতশিল্পী তথা অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের শেষ নেই। ২০১৪ সালে তিনি তাঁর স্বামী মার্ক অ্যান্থনির সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শেষ করে আলাদা হন। সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় টক শো-তে অংশ নেন এই হলিউড তারকা। সেখানে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক কেমন ছিল, সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন জেনিফার লোপেজ। তিনি জানান, প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে এখনও তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। আর বিচ্ছেদের পরেও এই সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট। জে-লো'র এই কথা শুনে অনুষ্ঠান উপস্থাপক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ফের তাঁদের একসঙ্গে থাকার কোনও সুযোগ রয়েছে কিনা। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে জেনিফার জবাব দেন, 'একটি বিশেষ কারণে আজ আমরা দাম্পত্য থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে আমরা এখনও ভালো বন্ধু। আমরা সন্তানের বাবা-মা। এমনকী আমরা এই মুহূর্তে একসঙ্গে একটি স্প্যানিশ গানের অ্যালবাম তৈরি করছি।'

জেনিফার লোপেজ ও মার্ক অ্যান্থনির দুটি যমজ সন্তান রয়েছে— ম্যাক্স এবং ইমি। সন্তান-প্রসঙ্গে জেনিফার বলেন, 'ওরা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।' অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে মার্কিন ডিজে ও র‍্যাপার ড্রেকের সঙ্গে প্রেম করছেন ৪৭ বছর বয়সি জেনিফার লোপেজ। তাঁদের প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে টক শো-তে সেই প্রসঙ্গে কিছু জানাননি তিনি।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

CINEMA রিভিউ

# বিয়ের বখরা

বিয়ে নিয়ে বখরার অন্ত নেই। এ একেবারে 'দিল্লি কা লাড্ডু' খেয়েও মুশকিল, না খেলেও মুশকিল। এমন এক তরোয়াল যা কিনা যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। বিয়ে না করলে কিন্তু ব্যাপারটা কোনও ভাবেই খোলসা হয় না। পরিচালক মৈনাক ভৌমিক একেবারে হালের বিয়ে নিয়ে তৈরি করেছেন 'বিবাহ ডায়েরিজ' নামের ছবিটি। গল্পের কথায় আসা যাক এবার।

দিব্যি নাটক নিয়ে ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছিল প্রত্যয় চ্যাটার্জি। মুশকিল হল দুম করে প্রেমে পড়ে গিয়ে। রয়োনা নামের সুন্দরী তাকে একেবারে নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়ে দিল। ফলে ছাদনতলায় না ঢুকে আর উপায় রইল না তার। তারপর তো নতুন সংসার-ভাত রাঁধার ঝামেলা-ঘর গোছানো নিয়ে গোলমাল– যা যা হয় তা অল্পবিস্তর ভুক্তভোগি মাত্রই জানেন। ওদিকে সব দিয়ে ১০০-এ ১০০ স্কোর করা বউ পেয়েও প্রত্যয়ের আবার উড়ুউড়ু মন! অফিসের নাটক-পাগল সহকর্মীর সঙ্গে বাদাম খেতে খেতে অ্যাকাডেমি চত্বরে হাঁটা, আড্ডা– তারপর মেয়েটি আর একটু এক্সপেকটেশন বাড়ালেই এমনি 'ভালো বন্ধু'র ক্লিশে গপ্পো দেওয়া- চেনা লাগছে, না? পুরুষের এমন অভ্যাস যেমন ঠিক তেমনই মেয়েটিরও নিজস্ব ঝঞ্ঝাট কম নেই কিছু। এ মেয়ে এমনই কনফিডেন্ট যে, সে যেমন পারফেক্ট ছবি তোলে তেমনই পারফেক্ট উপায়ে ভাত-ডাল রাঁধতেও চায়। ওদিকে শাশুড়িও বসে থাকেন ভুল ধরার জন্য ওত পেতে। তাই রে নাই রে করেই কাটতে থাকে দিন! তারপর আধুনিক কালের সবচেয়ে জরুরি জিনিস মানে মোবাইল ফোনটি থেকেই গোলমাল পৌঁছে যায় চূড়ান্ত সীমায়। বাড়ি ছেড়ে চলে যায় রয়োনা। প্রত্যয় এবার অনুভব করতে থাকে যৌথ সখ্য, খুনসুটি, ঝগড়া যার ডাকনাম দাম্পত্য– তার অভাব। নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে থাকে রয়োনাও। ছবির শেষটা আন্দাজ অনুযায়ী মিলে যায়।

বিষয়বস্তু খুব একটা নতুন বক্তব্য না দিলেও খুব প্রাসঙ্গিক ইদানীংকালের প্রেক্ষিতে। কেবল দাম্পত্য নয় ভেঙে যাচ্ছে আমাদের অন্যান্য সম্পর্কগুলো প্রতিনিয়ত। যার জন্যে বেশির ভাগ সময় দায়ী সহনশীলতার অভাব। আজকাল নিজেকেও বোধহয় সহ্য করতে পারছে না কেউ! যে কোন সম্পর্কই দাবি করে মনোযোগ এবং কম্প্রোমাইজ। যে যত কম্প্রোমাইজ করতে পারবে সেই-ই সম্পর্ককে দীর্ঘজীবী করার নিক্তিতে নিজের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারবে। ততদূর না গিয়েও বলা যেতে পারে, নিজেকে ছাড়তে হবে দু'তরফ থেকেই। তবেই তা থাকবে! আবার এটাও ঠিক যে কারণে রায়োনা, প্রত্যয়কে ছেড়ে চলে যায়, তার যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। কেননা, জন্মদিনের রাতে যদি স্বামীর ফোন অন্য কোনও মহিলা ধরে কথা বলে, তবে আর কী-ই বা করতে পারে বউ? এখানে মৈনাক যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল, যে কোনও পরিস্থিতিতেই কথা বলা প্রয়োজন। তা না হলে, ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে, ভেঙে যাবে সম্পর্কের বেড়াজাল।

ছবিতে দুর্দান্ত কাজ করেছেন প্রত্যয়ের ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তী। সোহিনীকে খুব মিষ্টি দেখতে লেগেছে। অভিনয়ও করেছেন খাসা। প্রত্যয়ের ঠাকুমার চরিত্রে লিলি রায়চৌধুরি অসামান্য। ছেলে-অন্ত প্রাণ মা হিসাবে ভালো মানিয়েছে আলকানন্দা রায়কে। উল্লেখ করতে হবে বিশ্বনাথ বসুর কাজের কথাও। যতবার তিনি পর্দায় এসেছেন, দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়েছেন দর্শক। তাঁর মুম্বই অ্যাকসেন্টে হিন্দি বলার কোনও তুলনা হয় না। সৌরভ পালোধির চিত্রনাট্যও খুব স্মার্ট এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

এখনও যাঁরা বিয়ে করেননি তাঁরা দেখুন এখনকার দাম্পত্যের চেহারা আগেভাগে জেনে নিতে। যাঁরা বিয়ে করবেন না স্থির করে ফেলেছেন, তাঁরা দেখুন আশপাশের যুগলদের জীবনযাত্রার সাক্ষী হতে আর যাঁরা বিয়ে করে ফেলেছেন তাঁদের জন্য তো অবশ্য দ্রষ্টব্য এই ছবি, যেখানে জোড়ি সালামত রাখার কিছু টিপস দিয়েছেন পরিচালক।

**অদিতি বসুরায়**

CINEMA ফিচার

## বলিউড অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম, বিশেষ সম্মান অনুষ্কার

তিনি বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেত্রী। সফল অভিনেত্রীর তকমা ছেড়ে এবার নিজের প্রযোজনা সংস্থাও খুলে ফেলেছেন তিনি। খুব শীঘ্রই নিজের প্রযোজিত দ্বিতীয় ছবি নিয়ে হাজির হচ্ছেন রুপালি পর্দায়। তিনি অনুষ্কা শর্মা। প্রযোজনা হোক বা অভিনয়, সব ক্ষেত্রেই নিজের সেরাটাই দর্শকদের উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি। তবে তাঁর এই পরিশ্রমের সাফল্যও পেলেন তিনি।

বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন 'এন্ট্রাপ্রেনার' প্রচ্ছদে ছাপা হল অনুষ্কা শর্মার ছবি। দীপিকা পাড়ুকোন, প্রিয়াংকা চোপড়ার মতো বলিউড অভিনেত্রীরা একের পর এক হলিউড ছবিতে নিজেদের জায়গা করে নিলেও এমন কোনও সম্মান তাঁরা পাননি। বরং বলা যেতে পারে অনুষ্কা এই বিষয়ে একটি নজির গড়লেন।

বলিউড থেকে তিনিই হলেন প্রথম নারী, যিনি এই কৃতিত্ব পেয়েছেন। যদিও বলিউড অভিনেতাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা আগেও ঘটেছে। অভিনেতাদের মধ্যে এর আগে এই ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে শাহরুখ খান এবং ঋত্বিক রোশনের ছবি ছাপা হয়েছে।

অন্য দিকে, এই অসাধারণ সম্মানে বেশ উচ্ছ্বসিত অনুষ্কা শর্মা। ২৪ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে তাঁর প্রযোজিত দ্বিতীয় ছবি 'ফিল্লাউরি'। এই ছবিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। তবে 'এন্ট্রাপ্রেনার' প্রচ্ছদে নিজের ছবি ছাপা হওয়ার থেকেও তিনি বেশি ব্যস্ত 'ফিল্লাউরি' নিয়ে। দেশ জুড়ে ছবির প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি চলতি বছরেই শাহরুখের বিপরীতে অনুষ্কার 'দ্য রিং' ছবিটিও মুক্তি পাবে।

## ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস জ্যাকুলিন

হলিউডে ফাস্ট অ্যান্ড দ্য ফিউরিয়াসের ভক্ত এই দুনিয়ায় প্রচুর। বিদেশি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াসের দেখাদেখি আসতে চলেছে দেশি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস। আরে দাঁড়ান। এটা কিন্তু একটা ডাকনাম। তাও আবার করন জোহরের আগামী প্রোজেক্টের। আর সেখানে জুটি বাঁধতে চলেছেন এমএস ধোনি খ্যাত সুশান্ত সিং রাজপুত এবং জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজ। ডাকনাম যদি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস হয় তাহলে আসলে নামে রয়েছে কোনও কি চমক? এমনই প্রশ্ন নিশ্চয়ই ঘুরপাক খাচ্ছে মনের অগোচরে। ছবির নাম 'ড্রাইভ'। পরিচালনায় তরুণ মানসুখানি। প্রায় সাত বছর পর ফিরছেন তিনি পরিচালনায়। করনের কাছের লোক তিনি। আর তাই এই ছবির সকল দায়িত্ব তাঁর হাতেই তুলে দিলেন করন। শুধু তাই নয়, জ্যাকুলিনও ইতিমধ্যে করনের গুড বুকে ঢুকে পড়েছেন। একসঙ্গে রিয়েলিটি শোয়ের বিচারক তাঁরা। কফি উইদ করনেও এই প্রথমবার দেখা গেছে জ্যাকুলিনকে। কিন্তু এরই মধ্যে টিনসেল টাউনের অলিতে-গলিতে উঁকি-ঝুকি মারলে শোনা যাচ্ছে একটি কথা। করন নাকি আস্ত একটা অ্যাকশন সিরিজের পরিকল্পনায় আছেন। আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি হল 'ড্রাইভ'। 'ধুম' ছাড়া এখনও পর্যন্ত কোনও অ্যাকশন থ্রিলার আসেনি বড়পর্দায়। যদিও ধুমের মতো অ্যাকশন থ্রিলার কাপিয়ে দিয়েছিল সিনেমাপ্রেমীদের। রোমান্টিসিজম ত্যাগ করে করন মজেছেন অ্যাকশন থ্রিলারে। শুধু কি তাই, তাঁর এই সিরিজের কান্ডারি হতে চলেছে জ্যাকুলিন এবং সুশান্ত। তাঁদের অ্যাকশন কেমিস্ট্রির দিকে তাকিয়ে দর্শক। সবে শুরু হয়েছে এই ছবির শুটিং। 'রিলোডেড' নামে একটি অ্যাকশন মুভিতে কাজ করেছেন এর আগে জ্যাকুলিন। কিন্তু সুশান্ত এখনও বাচ্চা। এর আগে কোনও অ্যাকশন ছবিতে তাঁর হিরোগিরি দেখাতে পারেননি তিনি। এবার করন আর জ্যাকলিনের সঙ্গে লং ড্রাইভে দেখাবেন তাঁর কেরামতি।

## প্রথম মুসলিম অভিনেতার অস্কার জয়, উচ্ছ্বসিত মাহার

প্রথম মুসলিম অভিনেতা হিসেবে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে দামি পুরস্কার অস্কার জয় করেছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য মাহারশালা আলি। মার্কিন ড্রামা ফিল্ম 'মুনলাইট' ছবির জোয়ান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এবারের সেরা পার্শ্ব অভিনেতার অস্কার জয়ী হয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ওকল্যান্ডের একটি খ্রিস্টান পরিবারে ১৯৭৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেন এ অভিনেতা। প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় এরিক

গিলমোর। পরে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুযায়ী তাঁর নাম রাখা হয় মাহের শালাল হাশ বাজ। তাঁর মা উইলিসিয়া একজন খ্রিস্টান শিক্ষক। তিনি ছেলেকে খ্রিস্টান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ২০০০ সালে আহমদিয়াদের একটি উপাসনালয় পরিদর্শন করেন এরিক। এরপরই খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে মুসলিম হিসেবে ধর্মান্তরিত হন এরিক। এ সময় খ্রিস্টান নাম বাতিল করে মাহারশালা 'করিম-আলি' নাম রাখেন তিনি।

২০১৬ সালে মুনলাইট ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন মাহারশালা আলি। এজন্য গত ডিসেম্বরে তিনি সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে 'ক্রিটিক চয়েস অ্যাওয়ার্ড' জয় করেন। অবশেষে ৮৯তম অস্কারও জয় করলেন তিনি। এর আগে 'দ্য ফোর ফোর জিরো জিরো', 'ক্রসিং জর্ডান' ইত্যাদি বেশ কিছু টিভি সিরিজে অভিনয় করেন। বেশ কয়েক বছর টিভি তারকা হয়ে থাকলেও ২০০৮ সালে 'দ্য কিউরিয়াস কেস অব বেনজামিন বাটন' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। তবে বড় পর্দা তাঁকে এত বড় উপহার দেবে তা মাহারশালা ভাবেননি কখনোই। অস্কার পাওয়ার পর এমনটিই জানিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

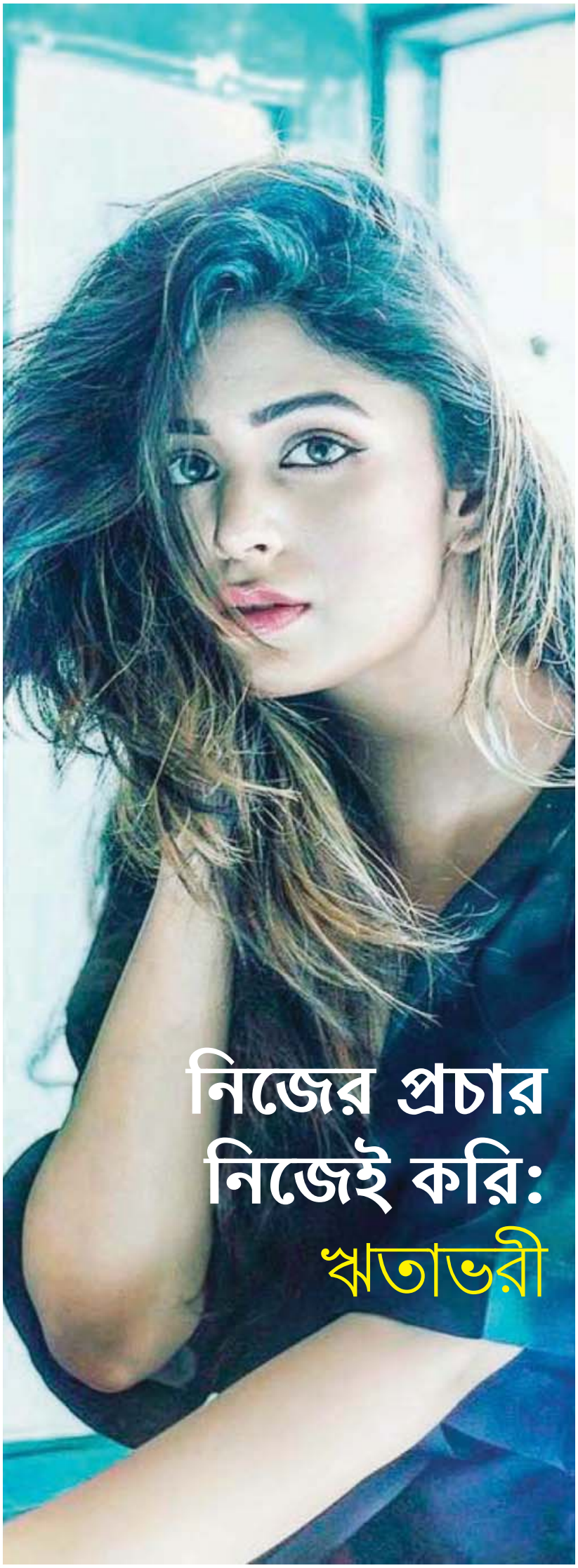

# নিজের প্রচার নিজেই করি: ঋতাভরী

ঋতাভরী চক্রবর্তীকে মনে আছে? 'যারা বাংলা সিরিয়াল দেখেন তারা চিনে নিতে পারবেন। সেই 'ওগো বধূ সুন্দরী'র মিষ্টি কলেজে পড়া মেয়েটি। এক কথায় সুন্দরী। ওই সিরিয়ালের পর তাঁকে আর বাংলা সিরিয়ালে দেখা যায়নি। আসলে পড়াশোনার জন্য টিভি থেকে ছুটি নিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তারপর বেশ কিছু বছর পর হট ফোটোশ্যুট। লোকে ভেবেছিল হারিয়ে গিয়েছেন। ফোটোশ্যুট দিয়ে ফিরেছিলেন ঋতাভরী। আগের মতো আর নেই। অনেক বদলে গিয়েছেন। অনেক বেশি সুন্দরী হয়েছেন। সাহসীও বলা চলে। ছবিতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরপর আয়ুস্মান খুরনার সঙ্গে একটি মিউজিক ভিডিওতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে মেয়েদের নিয়ে একটা শর্ট ফিল্মে দেখা গেছে তাঁকে। নাম 'নেকেড'। কল্কি কেয়েশলিনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। ছবিটি ইউটিউবে রয়েছে। গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও পুরুষের সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকার লড়াই নিয়ে কথা বললেন ঋতাভরী। মিডিয়াকে দেওয়া একটি ইন্টারভিউতে খোলাখুলি কথা বললেন তিনি।

কাজের জন্য ফেসবুক হেড কোয়ার্টারেও গিয়েছিলেন ঋতাভরী। শোনালেন সেই গল্প। তিনি বললেন, 'আমার ট্রাভেল লাইভ ভিডিওগুলো নিয়ে কথা বলতে যখন সানফ্রানসিসকোর ফেসবুক হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম, সেই সময় সানি লিওনের একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে খুব হইচই হচ্ছিল। তখন ফেসবুকের ইন্ডিয়া টিমের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল, এই ধরনের একটা শর্ট ফিল্ম নিয়ে। আসলে সচেতনতা নিয়ে ভিডিওগুলো আমরা কেউ-ই দেখতে তেমন পছন্দ করি না। তাই ঠিক করি, একটা শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে কিছু কথা বলতে পারলে ভালো হয়। ছবিতে শুধু দু'টোই চরিত্র, একজন সাংবাদিক আর একজন নায়িকা। নায়িকার চরিত্রটার জন্য কালকি বা রাধিকার (আপ্টে) কথা মাথায় ছিল আমাদের। কালকিকে কনসেপ্ট'টা বলায় ও রাজি হয়ে যায়।'

এখন সোশ্যাল মনিডিয়ায় অনেক মহিলাকেই ট্রোলের শিকার হতে হয়। সেখান থেকেই তাঁর এই শর্ট ফিল্মের ভাবনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একেবারেই! ছবিতে আমি একজন সাংবাদিক। যেদিন এক অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নিতে যেতে হবে, সেদিনই সেই অভিনেত্রীর একটা ছবির ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যায়। তাই প্রশ্নপত্র পাল্টে তার বস্ নতুন প্রশ্ন পাঠায়। গোটা সাক্ষাৎকারটা নিয়ে ছবির গল্প। তাতে নানা রকম আলোচনা উঠে আসে। তারই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অনলাইন হ্যারাসমেন্ট। আমাদের অভ্যেসই হল, কেউ কোনও আপত্তিকর কমেন্ট করলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ হয় না কিছুই।'

কোনও বড় হাউসের সাহায্য ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক বাধার সামনে পড়তে হয়। রাস্তা বেশ কঠিন। কী ভাবে সামলান ঋতাভরী? তিনি বললেন, 'খুবই! যখন টেলিভিশন ছেড়ে বড়পর্দায় কাজ করতে এসেছিলাম, অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। তারপর বুঝলাম ফিল্মের জগৎটা টেলিভিশনের চেয়ে অনেকটা আলাদা। টিভিতে অত পিআর করার প্রয়োজন পড়ে না। কোনও অভিনেত্রীকে দর্শকের পছন্দ না হলে সেই সিরিয়াল বন্ধই হয়ে যাবে। তাই ওই জগৎটা অনেক বেশি ফেয়ার! সিনেমায় পিআর লাগে ৮০ শতাংশ। ট্যালেন্ট আছে কি নেই, সেটা পরের কথা। এমন অনেকে আছে যাদের কেউ তেমন পছন্দ করে না, তা-ও নাকি তারা হিরো। কারণ তাদের জন্যে বাজারটা তৈরি করে দেওয়া হয়। তার পিছনের কারণগুলো পুরোপুরি বুঝতে আমার এখনও অনেক সময় লাগবে।'

নিজের প্রোজেক্টের প্রচার তা হলে নিজেকেই করতে হয়? বললেন, 'প্রথম যে-তিনটে ছবিতে কাজ করি সেগুলো মুক্তি পায়নি। তখন বুঝলাম একটা ছবি তৈরি করা যতটা সহজ, সেটাকে মুক্তি পাওয়ানো ততটাই কঠিন। যখন 'ওগো বধূ সুন্দরী' হতো, তখন সন্দীপ রায় আমার বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, তোমার ছোট মেয়ে দারুণ কাজ করছে। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রোজ আমার সিরিয়াল চলত। এগুলো যে ভাঙিয়ে খাওয়া যায়, তখন আমার মাথাতেই ছিল না। এখন বুঝেছি নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হবে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সুগারড্যাডি থাকা খুব প্রয়োজন। কোনও পরিচালক, প্রযোজক বা ধনী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। সে বয়ফ্রেন্ড না হয়ে তোমার যে কেউ হতে পারে। কিন্তু আমি যেভাবে বড় হয়েছি, সেখানে সুগারড্যাডির সাহায্যে কিছু করলে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পারব না। তাই ঠিক করেছি, আই হ্যাভ টু বি মাই ওন সুগারড্যাডি। আমি কিন্তু বলছি না, ইন্ডাস্ট্রিতে সকলে খারাপ। প্রয়োজনে আমি অনেকের কাছেই গিয়েছি মেন্টরিংয়ের জন্য। তাঁরা আমায় যথেষ্ট সাহায্যও করেছেন।'

এছাড়াও তিনি বলেন, 'তিনটে ছবি মুক্তি না পাওয়ায় খুব কষ্ট হয়েছিল। এখনও অনেক প্রোজেক্ট আসে। কিন্তু যদি বুঝি সেগুলো না-ও মুক্তি পেতে পারে, নিই না। তাছাড়া আমি এমন ধরনের কাজ করতে চাই, যেগুলো নিজে দেখে বড় হয়েছি। শুধু বাংলায় কেন, হিন্দি-ইংরেজি সবই করতে চাই। এ-বছরের শুরুতেই যেমন আয়ুষ্মানের (খুরানা) সঙ্গে 'ওরে মন' ভিডিওয় কাজ করলাম। ওটা এত সফল হয়েছে, যে একই টিম নিয়ে ফের কাজ করছি আমরা। এবারও আমাদের টিমে অনুপম রায় থাকছে। এপ্রিলে একটা ইংরেজি ছবিও করছি। আমি তো চাই, নানা রকম প্রোজেক্টে কাজ করতে। কিন্তু যাদের এক সময় কাছের বন্ধু ভেবেছি, তারাও যখন শয্যাসঙ্গী হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, খুব আহত হয়েছি। অনেকেই বলে আমার মধ্যে বাণিজ্যিক আর প্যারালাল ছবির নায়িকা হওয়ার গুণ রয়েছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যদি বার্টার সিস্টেম করতে হয়, তাহলে নিজেকে কী জবাব দেব?'

ঋতাভরী কী ভাবে টাকা রোজগার করেন তা নিয়ে অনেকের চিন্তা। বুঝে উঠতে পারেন না। নিজেই বললেন টাকা রোজগার করার পথ। 'যারা এ সব কথা বলে, তাদের মুখে ঘি-শক্কর! যেন এমন কোনও বয়ফ্রেন্ড সত্যিই পেয়ে যাই, যে আমায় ভালবাসবে, আবার এত জায়গায় ঘুরতেও নিয়ে যাবে (হাসি...)! আসলে ঋতাভরী চক্রবর্তী কী করে টাকা কামায়, তা নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল রয়েছে। তারা জানে না, আমি আমার মায়ের সঙ্গে কত বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা কাজ করি। অনেক কর্পোরেট ফিল্ম বানাই, তথ্যচিত্র তৈরি করি। সেগুলো থেকে আমার ভালোই রোজগার হয়। তাছাড়াও আমার জীবনের প্রায়োরিটিগুলো আলাদা। একটা পে-চেক পেলে আমি বড় গাড়ি না কিনে বিদেশে যাই। বেড়াতে খুব ভালোবাসি। ইট কিপ্স মি রুটেড।' বললেন তিনি।

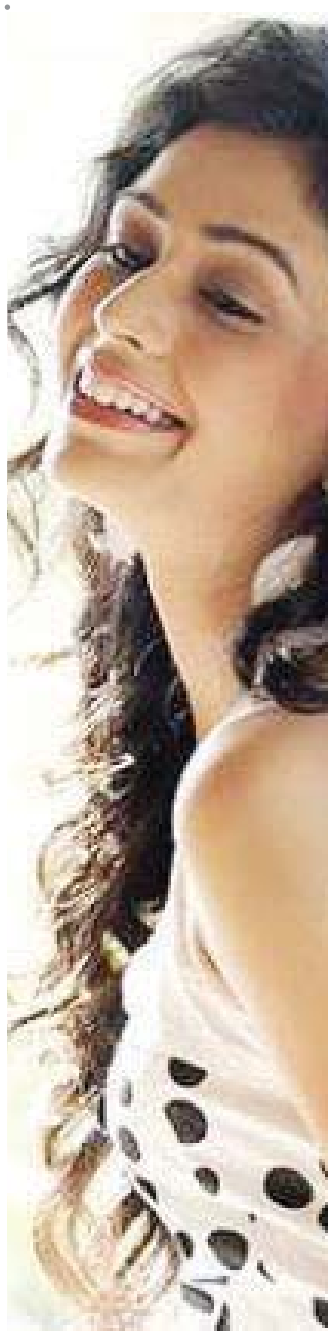

যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

# ধোনির চুল-দাড়িতে পাক কেন?

## বললেন আর এক অধিনায়ক

ভারতীয় দলে যখন এলেন, তখন একমাথা চুল। লম্বা চুলের ধোনির ফ্যান হয়ে গেলেন সবাই। তাঁর মারকাটারি ব্যাটিংয়ের ফ্যান তো সবাই ছিলেনই। প্রথম ভারত অধিনায়ক হিসাবে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর কেটে ফেললেন সেই সাধের চুল। বিশ্বকাপ জেতার পর সেই চুলও রাখলেন না। তারপর পাকতে লাগল দাঁড়ি-গোফ। যত না বয়স তার থেকে বেশি বয়স্ক লাগে ধোনিকে। এখন তো দেশের হয়ে অধিনায়কত্বটাও ছেড়ে দিয়েছেন। এর কারণটা কী? হঠাৎ করে দাঁড়ি-গোঁফ পাকল কেন ধোনির? কারণ খুঁজেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধোনিকে প্রশ্ন করতে হলে তিনি জানতে চাইতেন, ‘এত তাড়াতাড়ি গোঁফ-দাড়ি কী ভাবে পেকে গেল? আর সেই সুন্দর লম্বা চুলগুলো কোথায় গেল?’ একটু থেমে সৌরভ নিজেই জবাবটা দিয়ে দেন, ’ওর সব চুল উঠে গিয়েছে, কারণ ভারতীয় দলের অধিনায়ক।’


ওয়ার্ন

# প্রেমের বাইশ গজে বোল্ড করলেন নতুন বান্ধবী এমিলি সিয়ার্সকে

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য শেন ওয়ার্ন ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই নিউ ইয়র্কে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কেন?

কারণটা শুনলে আপনি চমকে যাবেন। মডেল বান্ধবী এমিলি সিয়ার্সের সঙ্গে ডেটিংয়ের জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রাক্তন বান্ধবী এলিজাবেথ হার্লির সঙ্গে অনেকদিনই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। এবার ফের প্রেমের বাইশ গজে বোল্ড করলেন নতুন বান্ধবী এমিলি সিয়ার্সকে। জনসমক্ষে প্রগাঢ় চুম্বন উপহার দিলেন বান্ধবীকে।

তবে নিউ ইয়র্ক নয়, ওয়ার্নকে দেখা গিয়েছিল লস এঞ্জেলসে। সুন্দরী বান্ধবী এমিলি সিয়ার্সের সঙ্গে তিনি ডিনার-ডেটে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট হলিউড রেস্তোরাঁয়। শেন ওয়ার্নের মতো তাঁর মার্কিন বান্ধবীও কম জনপ্রিয় নন। ৩২ বছরের নামি মডেল সিয়ার্স ম্যাক্সিমের কভার গার্ল হয়েছিলেন। বর্তমানে অপর টিভি তারকা ক্লো কার্দাশিয়ানের গুড আমেরিকান ডেনিম লাইন-এর হয়ে মডেলিং করছেন।

রেস্তোরাঁয় ওয়ার্নের সঙ্গে ডেটিংয়ে তিনি কালো রংয়ের স্যুট পড়েছিলেন। ডিনার করতে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় নিভৃতে কাটানে ওয়ার্ন-সিয়ার্স। তাঁর পরেই কিংবদন্তি অজি স্পিনার ইনস্টাগ্রামে নিজেদের ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘দুই অজি বন্ধু লস এঞ্জেলসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ ডিনার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগেই বান্ধবীকে গাঢ় চুম্বনে ডুবিয়ে দেন তিনি। ওয়ার্ন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘তাঁর উইকেট সংখ্যার থেকেও শয্যাসঙ্গিনীর সংখ্যা অনেক বেশি।’ ৪৭ বছরের তারকা এবারেও বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ঘূর্ণিতে এখনও কাত হয় অনেক সুন্দরী।

# পেশাদার ফুটবলে রেকর্ড কাজুর

## তবে, রেকর্ডটা কীসের?



কিং কাজুকে চেনেন? ব্যস আপনার ভুরু কুচকে গেল তো? আসলে না চেনারই কথা। জাপানের এক ফুটবলার। তিনি তারকা ফুটবলার হলেও, এই নামে তাঁকে চেনা খুব কঠিন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই একটি রেকর্ড করে ফেলেছেন। কী সেই রেকর্ড?

কেরিয়ার শুরু করেছেন ব্রাজিলের সান্তোসে। কাজুইয়োশি মিউরা তো জাপানের ফুটবলের রূপ বদলেরই অন্য নাম। তবে কাজুইয়োশি মিউরা– এত লম্বা নামটা বলে তাঁকে চেনানো কঠিন। ভক্তদের কাছে তো তিনি ‘কিং কাজু’! যিনি মাঠে দুর্দান্ত কোনও গোল করলে বা দারুণ প্লে-মেকিংয়ে অংশ নিলেই নাচের এক বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে দেন, ‘কাজু ড্যান্স’।

কাজু নাচ দেখানোর সুযোগ পাননি ‘কিং কাজু’, তবে মাঠে নেমেই ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। ভি-ভ্যারেন নাফাসাকির বিপক্ষে ইয়োকোহামার জার্সিতে নামা কাজুর বয়স ছিল ৫০ বছর ৭ দিন। এতেই ভেঙে গেল অর্ধশতাব্দী পুরনো এক রেকর্ড। ১৯৬৫ সালে বুটজোড়া তুলে রাখার দিনে সাবেক ইংলিশ উইঙ্গার স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজের বয়স ছিল ৫০ বছর ৫ দিন। সবচেয়ে বেশি বয়সে পেশাদার ফুটবল খেলার রেকর্ড এখন কাজুর। এমন এক রেকর্ড গড়ার পরও বিনয় ঝরে পড়ছে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ খেলা স্ট্রাইকারের, ম্যাথুজ একজন কিংবদন্তি খেলোয়াড়। তাঁকে টপকে গেছি, এমন কিছু মনে হচ্ছে না। হয়তো অনেক দিন খেলার হিসাবে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছি, কিন্তু তাঁর পরিসংখ্যান কখনও ছুঁতে পারব না আমি।’ চুলে পাক ধরেছে, নাচের ভঙ্গিতেও আগের সেই মসৃণ ভাবটা থাকে না। তবু থামতে রাজি নন কাজু। তা আর কত দিন খেলবেন? ৬০ বছর পর্যন্ত খুবই সম্ভব মনে করছেন কাজুইয়োশি মিউরা।

# বিখ্যাত ফুটবলার আবদার করে বসলেন লাস্যময়ী পর্নস্টারের কাছে

পর্নের জগতে মিয়া খলিফা যে এখন এক নম্বরে সে কথা সবারই জানা। তাই বলে মিয়া খালিফার কাছে অশ্লীল আবদার করে বসবে ফুটবলার সে কথা কেই-বা জানত? মিয়া খলিফার ভিডিও দেখে এতটাই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যে কুরুচিকর প্রস্তাব দিয়ে বসেছিলেন তারকা এই ফুটবলার। নাম চ্যাড কেলি। আমেরিকার বিখ্যাত ফুটবলার। তিনি অনেকদিনই লেবানিজ বংশোদ্ভূত মার্কিন পর্নস্টার মিয়া খলিফাকে উত্যক্ত করে চলেছিলেন। ইনস্টাগ্রামের ডিরেক্ট মেসেজে এর আগেও দু’বার মুতোড় জবাব পেয়েছিলেন পেন্টহাউজের তালিকায় একনম্বর পর্নস্টার মিয়া খলিফার কাছ থেকে।




শুরুতে সেই ভাবে বিতর্ক তৈরি হয়নি। প্রথম দুবার সেই ভাবে উত্তর না আসায় হাল না ছেড়ে চ্যাড কেলি তৃতীয়বারেও নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখেছিলেন মিয়ার কাছে। তবে পরিবর্তে অভিনব শাস্তি জুটল তাঁর। বিরক্ত মিয়া কথোপকথনের পুরোটাই নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে দেন। মিয়া খলিফার ১৫ লক্ষ ফলোয়ারের সামনে ধরা পড়ে গিয়ে বেজায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সামনে পড়ে গিয়েছেন তিনি। কী প্রস্তাব রেখেছিলেন তিনি মিয়ার কাছে?

পোস্ট করা কথোপকথনে দেখা গিয়েছে, প্রথমে চ্যাড কেলি আবদার করেছিলেন যেন মিয়া খলিফা তাঁকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। তবে মিয়া খলিফা জানান, তিনি চ্যাড কেলিকে ফলো করছেন একটাই কারণে তা হল তিনি সেমিনোল দলের সমর্থক। চ্যাড কেলি এরপর জানতে চান, তাঁর কী দুর্বলতা রয়েছে। মিয়া তাঁকে জানিয়ে দেন, লিগের বাইরে বিভিন্ন মহিলার ডিএম লুকিয়ে পড়া তাঁর সবথেকে বড় দুর্বলতা। সেইসময় চ্যাড কেলি খলিফাকে কয়েকদিন পরে বিদ্রুপ করে মেসেজ করেন, আপনার পেশা কি জানতে পারি? এরপর খলিফা রেগে গিয়ে বেশ কিছু উত্তেজিত মেসেজ করেন। তারপরেই পুরো চ্যাটটাই প্রকাশ্যে এনে দেন।

**সাপ্লি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানান**

মতামত জানানোর জন্য

jugasankha.suppli@ gmail.com আইডি-তে মেল করতে পারেন

কিংবা

dainikjugasankha.in ওয়েবসাইটে SUPPLI লোগোতে ক্লিক করে

পাঠকের মতামত-এ আপনার মতামত লিখতে পারেন, সাপ্লি চ্যাট উইন্ডো-তে চ্যাট করতে পারেন এবং সাপ্লি রিডার্স পোল-এ আপনার মতামত জানাতে পারেন

# এবার মহিলাদেরও ডে-নাইট টেস্ট

দিবারাত্রি টেস্ট ম্যাচ নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। বিতর্কও ছিল। অনেকের অমতও ছিল। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৫ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম দিবারাত্রি টেস্ট ম্যাচ হয়। শুরু হয় নতুন দিগন্তের। এবার নতুন দিগন্তের মুখ দেখতে যাচ্ছে মহিলা ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দলের বিপক্ষে দিবারাত্রি টেস্ট আয়োজন করছে অস্ট্রেলিয়া।

চলতি বছরের শেষের দিকে অ্যাসেজে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আর এই টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে গোলাপি বলে। এই টেস্ট দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড মহিলা দল। মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দিবারাত্রির টেস্ট খেলবে তারা।

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিনটি ওয়ান ডে, একটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দল। ২২ অক্টোবর ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত হবে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে-টি। ২৬ ও ২৯ অক্টোবর নিউ সাউথ ওয়েলসের মাঠ কোফস হারবোরে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের বাকি দুই ওয়ান ডে।

টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হওয়ার আগে ৯ নভেম্বর সফরের একমাত্র টেস্টে মাঠে নামবে অজি ও ইংলিশ মহিলারা। নর্থ সিডনি ওভালে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে দিবারাত্রি এই ম্যাচটি। এছাড়া ১৭, ১৯ ও ২১ নভেম্বর হোম টিমের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংলিশ মহিলারা।

এর আগে ২০১৫ সালের ২৫ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম দিবারাত্রির টেস্ট খেলে হোম টিম অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া ২০১৭-'১৮ মরসুমে পুরুষদের অ্যাশেজ সিরিজেও প্রথমবারের মতো রাখা হচ্ছে একটি দিবারাত্রি টেস্ট ম্যাচ।

# কলকাতা থেকে এনবিএ স্কুল, ভারতীয় বালকের বাস্কেটবল প্রেম

ভারত ক্রিকেটপাগল দেশ। সেখান থেকে একজন বাস্কেটবল খেলবে সেটা ভাবাই যায় না। কিন্তু, এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছে ১২ বছরের এক নাবালক। কোহলিদের জমানায় তার পছন্দের খেলা ক্রিকেট নয়। তার পছন্দের খেলা বাস্কেটবল। তার পছন্দের জিনিস 'স্ল্যাম ডাঙ্ক'। পছন্দের খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডান। এই ১২ বছরের বালকের নাম মহম্মদ আলি। দিল্লি এনসিআর-এ শুরু হতে চলা ভারতে এনবিএ-র প্রথম অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে আলি। এত বড় মঞ্চে সুযোগ পেয়ে আলি বলেছে, 'দারুণ লাগছে এত বড় মঞ্চ পেয়ে। আমি খুব উৎসাহী। এনবিএ অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়ায় আরও উন্নতি করতে পারব। আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং পাব।'

ভারতে বাস্কেটবলের তেমন নাম নেই। আমার-আপনার ঘরের কাউকে বাস্কেটবল নিয়ে মাতামাতি করতে দেখবেন না। ক্রিকেটের দেশে বাস্কেটবলের মতো খেলার আগ্রহ বাড়াতে গত ডিসেম্বর থেকেই এনবিএর স্কাউটিং প্রোগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে ছ'টি রাজ্যে 'এনবিএ জাম্প' নামক ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার নির্বাচকদের নজর আসে মহম্মদ আলি। জাতীয় ফাইনালে চব্বিশ জনের মধ্যে জায়গা করে নিতেও সমস্যা হয়নি। এই প্রসঙ্গে আলি বলে, 'আমার বাড়ির সামনে একটা ক্লাব ছিল। সেখানেই প্রথম ট্রেনিং করি। শুরুর দিকে একটু অসুবিধা হতো। নিয়ম বোঝা বা উঁচুতে উঠে বাস্কেটে বল ফেলা। কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করে।'

এনবিএ-র তরফে এত বড় একটা মঞ্চের ব্যবস্থা করা হলেও আলির সৌভাগ্য হয়নি টিভিতে কোনও ম্যাচ দেখার। 'আমার বাড়িতে টিভি নেই। তাই এনবিএ কোনওদিন দেখতে পাইনি। কিন্তু শুনেছি বাস্কেটবলের খুব বড় একটা মঞ্চ এই লিগ' বলেছে আলি। এনবিএ অ্যাকাডেমিতে বাস্কেটবল ট্রেনিং ছাড়াও সবাইকে স্কলারশিপও দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি চলবে পড়াশুনোও। আলি বলছে, 'অনেক কিছু শেখার আশায় আছি। ভারতের অনেক প্রতিভাবান অ্যাথলিট থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে ট্রেনিং করতে পারলে ভবিষ্যতে লাভ হবে।' জুলাইয়ের শেষে ভারতে আসতে পারেন এনবিএ তারকা কেভিন ডুরান্ট। তখন তিনি আসতে পারেন অ্যাকাডেমিতেও।

# সাদাকালো ক্রিকেটের যুগে রঙিন নারীদের গল্প

সাদা-কালোর যুগ থেকে শুরু করে আজকের রঙিন যুগের ক্রিকেট। ক্রিকেটের আধুনিকতায় নারীদের ভূমিকা কম নয়। ক্রিকেটের শেকড়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাইলস্টোন দাঁড় করিয়ে গেছেন তাঁরা। কখনও ক্রিকেটার হয়ে, কখনও-বা ক্রিকেটারের মা হয়ে। সেই যাঁদের হাত ধরে ক্রিকেট পেয়েছে আরও জৌলুস, তেমন কিছু নারীদের নিয়েই বিশেষ প্রতিবেদন।



**ক্রিশ্চিন উইলস:** ক্রিকেটে আর্ম বল বলা হয়ে থাকে। আপনি জানলে অবাক হবেন যে এই আর্ম বলের আবিষ্কর্তা একজন মহিলা ক্রিকেটার। নাম ক্রিশ্চিন উইলস। তিনি অস্ট্রেলিয়ান। কিন্তু সময়টা এতই আগে ছিল যে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ক্রিকেটে। ক্রিশ্চিনার ভাই জন, যিনি কেন্টের হয়ে ক্রিকেট খেলতেন তিনি দায়িত্ব নিলেন এবং ওভার আর্ম ডেলিভারি আরও বড় মঞ্চে তুলে ধরলেন। জনের ওভার আর্ম বোলিং স্টাইল এতই জনপ্রিয় এবং বিধ্বংসী ছিল যে ১৮১৬ সালে এই বোলিং স্টাইল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৮৬৪ সালে ওভার আর্ম বোলিং বৈধ ঘোষণা করা হয়। অনেকের মতে, ওই দিনটিই ছিল আধুনিক ক্রিকেটের নতুন দিনে সূচনার।

**জেন স্পেইট:** জেন স্পেইট নামটি একদমই পরিচিত নয়, কারণ তিনি কখনওই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি। তাকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি সাবেক ক্রিকেটার জিওফ্রে বয়কট। তাঁর লেখা একটি বইয়ে জেনকে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'জেন স্পেইট একটা টুথব্রাশ হাতে নিয়েও তৎকালীন অনেক ক্রিকেটারের চাইতে ভালো খেলতে পারতেন'। বয়কটের বইয়ের সুবাদেই '৯০-এর দশকে মরণোত্তর খ্যাতি অর্জন করেন জেন।

**ফ্রান্সেস অ্যাডমন্ডস:** ফ্রান্সেস অ্যাডমন্ডস চাইলেই ১৯৮৫-'৮৬ সালের ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের একজন সদস্য হতে পারতেন। হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ভরাডুবি থেকেও দলকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাননি। তবে ফ্রান্সেস 'Another Bloody Tour' নামের একটি বই লিখেছিলেন। যেখানে ইংল্যান্ড দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি কিছু আবেগী কথাও ছিল। যা পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে পবিত্র বাক্যের মতো মেনে চলা হতো।

**আমির বাই:** ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আমির বাই একজন জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন একজন মা। তবে সাধারণ মা নয়। তাঁর পাঁচ ছেলের, প্রত্যেকেই ছিলেন ক্রিকেটার। দেশভাগের পরে তার পরিবার পাকিস্তানে চলে গেলে তার ছেলেরা ক্রিকেটের সাথে এতটাই সম্পৃক্ত হন, যে তাকে এক নামে সবাই ক্রিকেটমাতা হিসেবে চিনতেন।

তাঁর তৃতীয় ছেলে হানিফ মোহাম্মদ পাকিস্তানের হয়ে প্রথমবারের মতো টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচে। বড় ছেলে ওয়াজিরও একই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে অভিষেক হয়েছিল। দ্বিতীয় ছেলে রাইইস একজন অলরাউন্ডার ছিলেন যিনি পাকিস্তানের প্রথম হোম ম্যাচে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে দলে ছিলেন। চতুর্থ ছেলে মুস্তাক ছিলেন এই খেলার একজন আন্ডাররেটেড চ্যাম্পিয়ন এবং সবচাইতে ছোটজন সাদিক ছিলেন একজন দারুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান।

## ক্রিকেটে নয়া নিয়ম

ক্রিকেটে আসতে চলেছে বেশ কিছু নয়া নিয়ম। নতুন নিয়মে আম্পায়ারদের বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক কথায় মাঠে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে এবার থেকে করা হবে জরিমানা। নতুন সেই নিয়মগুলো শিগ্রই চালু করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। কী সেই নতুন নিয়ম? একনজরে দেখে নেব–

ব্যাটের আকার ছোট করা হবে। প্রয়োজনে ব্যাট গজ দিয়ে মেপে দেখা হবে ব্যাট। এই নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাটের প্রস্থ ১০৮ মিলিমিটারের (৪.২৫ ইঞ্চি) বেশি হতে পারবে না। সর্বোচ্চ ৬৭ মিলিমিটার পুরু হতে পারবে কোনও ব্যাট। আর কিনারা হবে ৪০ মিলিমিটার।

অতিরিক্ত আবেদন আর আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে সতর্ক করে দেওয়া হবে খেলোয়াড়দের। একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে পাঁচ রান করে জরিমানা করা হবে।

প্রতিপক্ষ কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে ইচ্ছা করে ধাক্কা খেলে বা কারও দিকে বল ছুঁড়ে মারলেও পাঁচ রান করে জরিমানা করা হবে।

আম্পায়ারকে হুমকি দেওয়া বা হিংস্রতা দেখালে আম্পায়ার নির্দিষ্ট ওই খেলোয়াড়কে সাময়িক সময়ের জন্য বা চূড়ান্তভাবে মাঠ থেকে বের করে দিতে পারবেন।

'মানকড় আউট'-এর ক্ষেত্রে বোলারদের সুবিধা আরও বাড়ছে। বোলার বোলিং করার সময় নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান উইকেট থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকে রানআউট করতে হলে বোলারকে আগে ক্রিজে ঢুকতে হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ক্রিজে না ঢুকেই বোলার ওই ব্যাটসম্যানকে রানআউট করতে পারবেন।

ক্রিকেটে মোট আউট দশ থেকে কমে নয়ে চলে আসছে। বল ডেড হওয়ার আগে ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে বল ধরলে ফিল্ডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'হ্যান্ডল দ্য বল' আউট দেওয়া হতো। এই আউট থাকছে, তবে তা এখন 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' আউটের আওতায় আনা হবে। 'হ্যান্ডল দ্য বল' আউটটি তাই থাকছে না।

ব্যাটসম্যান নিরাপদ সময়ে ক্রিজ পার হওয়ার পর আবারও যদি তাঁর ব্যাট বা শরীর শূন্যে ভেসে ওঠে, সে সময় উইকেট ভেঙে দিলেও নটআউট থাকবেন ওই ব্যাটসম্যান। একবার নিরাপদে ক্রিজে ঢুকে পড়াটাকেই গণ্য করা হবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২৪ মার্চ ২০১৭

# পারফরম্যান্স দেখে সেদিন জিদান যেন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে যান

আচ্ছা আপনি ফুটবল খেলেন? অথবা আপনি ফুটবলপ্রেমী? আচ্ছা ধরুন আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল জিনেদিন জিদানের! তাহলে আপনি কী করবেন? নিশ্চয় দীপেন্দ্র নেগি-র মতোই অবস্থা হবে আপনার। এখনও পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারলেন না তো! আচ্ছা চলুন বিস্তারিত বলা যাক।

দীপেন্দ্র নেগি। দেরাদুনের ছেলে। প্রথম ভারতীয় ফুটবলার যিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে সই করেছেন। ক্লাবের নাম রেওস দেপোর্তিভো। ক্লাব তাঁর সঙ্গে চুক্তি করার আগে দীপেন্দ্রকে এক মাস ধরে ট্রায়াল দিতে হয়েছিল। কঠোর সেই পরিশ্রমের কথা ১৯ বছর বয়সি মিডফিল্ডার ভুলে গিয়েছেন তাঁর স্বপ্নের জিনেদিন জিদানকে দেখে।

একটি নিউজ পোর্টালে স্পেনের মার্সেত দীপেন্দ্র বললে, আমাদের ক্লাব থেকে একদিন রিয়াল মাদ্রিদের ট্রেনিং দেখতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বল মাঠের ধারে আমার সামনে চলে আসে। বলটা তুলে দেখেছিলাম জিনেদিন জিদান প্রায় ছুঁয়ে ফেলা দূরত্বে দাঁড়িয়ে! প্রায় তিন মাস আগের ঘটনা। এখনও ঘোর কাটেনি।'

রেওসে সই করার আগের এক মাসের কঠিন ট্রায়ালে দীপেন্দ্রর প্রত্যেকটা কাজের ওপর নজর রাখতেন ক্লাবকর্তারা। এমনকী, ট্রায়ালের পরেও দীপেন্দ্র কীভাবে সারাদিন ফ্ল্যাটে সময় কাটাচ্ছেন সেটাও দেখার জন্য ক্লাবের প্রতিনিধিরা থাকতেন। দীপেন্দ্র বললেন, 'ভোর চারটের সময় প্র্যাকটিসে যাওয়ার নিয়ম ছিল। একদিন পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ায় আমাকে বলা হয়েছিল, ক্লাব চুক্তি না-ও করতে পারে! দলীয় শৃঙ্খলবোধও ট্রায়ালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর আমি বেশ টেনশনে পরে যাই। ওই কথা শোনার পর খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো করতাম না। তবে একদিক থেকে আমি আশাবাদী ছিলাম যে ভালো ট্রায়াল দিলে ওই পাঁচ মিনিটের ভুল ঢাকা পরে যাবে। তারপর থেকে আমি একদিনও লেট করিনি। আর বুঝে গিয়েছিলাম যে এখানে ফুটবলের পাশাপাশি শৃঙ্খলা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ক্লাবের চুক্তিতে সই করার পর দীপেন্দ্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার এলিট অ্যাকাডেমির প্রাক্তন কোচ গৌতম ঘোষকে। দীপেন্দ্র বলেন, 'গোয়ায় ফেডারেশনের এলিট অ্যাকাডেমিতে গৌতম স্যারও আমাদের কড়া শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। স্পেনে গিয়ে সেটাই কাজ লাগল।' তবে গৌতম ঘোষের পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন নিজের বাবা-মাকে। দীপেন্দ্র মনে করেন বাবা-মা তাঁর ফুটবল খেলাকে যেভাবে সাপোর্ট করেছেন, 'তাঁরা না থাকলে কোনও দিনও ফুটবল খেলা হতো না। স্পেনের ক্লাবে খেলা তো দূরের ব্যাপার।'

দীপেন্দ্রের এই সাফল্যে বেশ উচ্ছ্বসিত তাঁর ছোটবেলার কোচ বীরেন্দ্র সিং। ছোটবেলার কোচ বলেন, 'দীপেন্দ্রর ছোটবেলা থেকেই ফুটবলে বেশ দক্ষতা ছিল। আমি বেশ খুশি ওঁর সাফল্যে। আমার বিশ্বাস, ও একদিন দেশের মধ্যে বড় ফুটবলার হবে।'

তবে সই করলেও স্প্যানিশ লিগে খেলার লাইসেন্স দীপেন্দ্র পেয়েছেন ৪ সপ্তাহ আগে। যে কারণে, এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে খেলতে পেরেছেন মাত্র দুটো ম্যাচ। তবে ২ মাস আগে দলের হয়ে গিয়েছিলেন একটি নক-আউট টুর্নামেন্ট, সার্দিনিয়া কাপ খেলতে। সেখানে টুর্নামেন্টের সেরা মিডফিল্ডার হওয়া আর ফাইনালে ১০ জন স্প্যানিশ ফুটবলারের মধ্যে ভারতীয় হিসাবে অধিনায়ক হওয়া দীপেন্দ্রর কাছে বড় পাওনা।

তবে আরও প্রাপ্তি আছে দেরাদুনের ফুটবলারের। তিনি বললেন, 'ক্যাম্প ন্যু থেকে আমার ফ্ল্যাটের দূরত্ব মাত্র আধ ঘণ্টার। এক রবিবার গিয়েছিলাম বার্সেলোনার অনুশীলন দেখতে। কিন্তু রবিবার সিনিয়র দলের প্র্যাকটিসে ছুটি দেওয়া হয়। সেদিন ফুটবলাররা আসেন ছেলে-মেয়েদের অনুশীলন করাতে। ক্যাম্প ন্যু-তে গিয়ে আমি পেয়ে গেলাম জেরার পিকে আর শাকিরাকে! জিদানের মতোই পিকে-কে দেখে মনে হয়েছিল সামনে কি সত্যিই পিকে দাঁড়িয়ে আছেন! না স্বপ্ন! তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। খুব আফশোস হচ্ছিল।'

তবে সেদিন দীপেন্দ্রকে বলা পিকে-র কথাগুলো ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন দীপেন্দ্র। বললেন, 'মেসির উদাহরণ দিয়ে পিকে বলেছিলেন, সাধকরা বেশি কথা বলে না। তাই সাফল্য ওদের সঙ্গে ঘোরে। এটা মনে রেখে অনুশীলন করো। তুমিও একদিন সফল হবে।'

ভারতের প্রতিনিধিত্ব দীপেন্দ্র ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। চার বছর আগে সাফ কাপ, কুয়েতে এএফসি কোয়ালিফায়ার্সেও দেশের জার্সি পরে ফেলেছেন দীপেন্দ্র। এখন তাঁর লক্ষ্য সিনিয়র ভারতীয় দলের জার্সি পরা। কিন্তু স্বপ্ন দেখেন লা লিগা ক্লাবে খেলার। দীপেন্দ্র বললেন, 'আমার স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে কোনও লা লিগা দলের হয়ে খেলা। স্বপ্নটা রঙিন হয়ে যাবে যদি সেই ম্যাচে বিপক্ষ দলের ম্যানেজার হন জিদান। আর আমার পারফরম্যান্স দেখে তিনি পিঠ চাপড়ে দিয়ে যান!'

দীপেন্দ্র জানালেন, রেওস দেপোর্তিভো থেকেই উঠে আসা বার্সেলোনা ডিফেন্ডার সের্জিও রবার্তোও তাঁকে একদিন ক্লাবের প্র্যাকটিসের পর তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, 'স্বপ্ন দেখতে জানলে সেটা সফলও করা যায়!'

আপনার পছন্দ-অপছন্দ মেল করে জানান
jugasankha.suppli@gmail.com